بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ জানুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক ২৫ সুলাহ্ ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন, হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.)। হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.) কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.) বা অন্যান্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুফিয়ান বিন নাসর (রা.)'র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত তোফায়েল বিন হারেস (রা.) তার ভাই হযরত উবায়দাহ্ এবং হযরত হুসাঈন (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ৩২ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। **(উসদুল গাবাহ্, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৭৪, তোফায়েল বিনুল হারেস, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত সুলায়েম বিন আমর আনসারী (রা.)। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে সুলায়েম বিনতে আমর। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন আর কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম সুলায়মান বিন আমরও পাওয়া যায়। আকাবায় সত্তর জনের সাথে তিনিও বয়আত করেন আর বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার সাথে তার ক্রীতদাস আনতারাহ্ও ছিল। **{উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৪৫, সুলায়েম বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৩৫, সুলায়েম বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত সুলায়েম বিন হারেস আনসারী (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রে বনু দিনারের সদস্য ছিলেন। তার সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি বনু দিনারের ক্রীতদাস ছিলেন। আর এটিও বলা হয়, তিনি যাহ্হাক বিন হারেসের সহোদর ছিলেন। যাহোক, প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই উভয় বিবরণই রয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।**{উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৪৩, সুলায়েম বিন হারেস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

এরপর রয়েছেন হযরত সুলায়েম বিন মিলহান আনসারী (রা.)। তার মাতা ছিলেন, মুলায়কাহ্ বিনতে মালেক। তিনি আনাস বিন মালেকের মামা আর হযরত উম্মে হারাম এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)'র ভাই ছিলেন। হযরত উম্মে হারাম (রা.) হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)'র সহধর্মিণী ছিলেন। আর হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)'র স্ত্রী ছিলেন। আর তার পুত্র হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) মহানবী (সা.)-এর (নিষ্ঠাবান) সেবক ছিলেন। বদর এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি তার ভাই হযরত হারাম বিন মিলহানের সহযোদ্ধা ছিলেন। আর তারা উভয়েই বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হন। **{উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৪৬, সুলায়েম বিন মিলহান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৯১, সুলায়েম বিন মিলহান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের (পর) ৩৬তম মাসে অর্থাৎ, সফর মাসে বি'রে মঊনা অভিমুখে হযরত মুনযের বিন আমর আস্‌সাঈদী'র সারিয়া বা অভিযান পরিচালিত হয়। আমের বিন জা'ফর মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং তাঁকে (কিছু) উপহার দিতে চায় কিন্তু তিনি (সা.) তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি (সা.) তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নি আবার ইসলাম থেকে দূরেও যায় নি। আমের বলে, আপনি যদি আপনার সাহাবীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে আমার সাথে আমার জাতির প্রতি প্রেরণ করেন তাহলে আশা করা যায়, তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দেবে। তিনি (সা.) বলেন, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে নাজদবাসীরা তাদের আবার কোন ক্ষতি না করে বসে! সে বলে, কেউ যদি তাদের সামনে আসে তাহলে আমি তাদের আশ্রয় দিব। মহানবী (সা.) সত্তরজন যুবক, যাদেরকে পবিত্র কুরআনের ক্বারী বলা হতো, তার সাথে প্রেরণ করেন আর হযরত মুনযের বিন আমর আস্‌সাঈদী (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। এ ঘটনা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তারা যখন বি'রে মঊনা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা বনী সুলায়েমের ঘাট (বা কূপ) ছিল আর বনী আমের এবং বনী সুলায়েমের ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, তারা সেখানেই যাত্রা বিরতি দেন এবং শিবির স্থাপন করেন আর নিজেদের উট ছেড়ে দেন। তিনি প্রথমে হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর বাণীসহ আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করেন। সে মহানবী (সা.)-এর বার্তা না পড়েই হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র ওপর আক্রমন করে (তাকে) শহীদ করে। এরপর সে বনী আমেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু তারা তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এরপর সে সুলায়েম গোত্র হতে উসাইয়াহ্, যাকওয়ান এবং রে'ল-কে ডাকে। তারা তার সাথে যাত্রা করে এবং তাকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করে। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র ফিরতে বিলম্ব হলে মুসলমানরা তার খবরাখবর জানার জন্য রওয়ানা হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা সেই দলের মুখোমুখি হয় যারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসছিল। তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। শত্রুদের সংখ্যা বেশি ছিল, যুদ্ধ হয় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের শহীদ করা হয়। মুসলমানদের মাঝে হযরত সুলায়েম বিন মিলহান (রা.) এবং হাকাম বিন কায়সান (রা.)-কে যখন ঘিরে ফেলা হয় তখন তারা বলেন, হে আল্লাহ্ তুমি ছাড়া আমাদের জন্য এমন কেউ নেই, যে তোমার রসূল (সা.)-কে আমাদের সালাম পৌঁছাবে; তাই তুমিই আমাদের সালাম পৌঁছে দাও। জিবরাঈল এই সংবাদ মহানবী (সা.)-কে দিলে তিনি বলেন, **'ওয়া আলাইহিমুস সালাম'**; অর্থাৎ তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। মুনযের বিন আমর তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা চাও আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারা হযরত হারাম (রা.)'র শাহাদতের স্থানে এসে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। আর অবশেষে তাদেরকে শহীদ করা হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তারা মৃত্যুর জন্য এগিয়ে আসে অর্থাৎ জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যান। {**আত্ তাবাকাতুল কুবরা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০, সীরাতে মুনযের বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত**} যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও (তারা) খুবই বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। এছাড়া তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যানও নি ।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে, হযরত সুলায়েম বিন কায়েস আনসারী (রা.)'র। তার মায়ের নাম ছিল, উম্মে সুলায়েম বিনতে খালেদ। তিনি হযরত খওলা বিনতে কায়েস-এর ভাই ছিলেন, যিনি ছিলেন হযরত হামযা (রা.)'র সহধর্মিণী। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়। {**উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৪৫-৫৪৬, সুলায়েম বিন কায়েস আনসারী**

(রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত} {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭২, সুলায়েম বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}

আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত সাবেত বিন সা'লাবাহ্ (রা.)। তার নাম ছিল হযরত সাবেত বিন সা'লাবাহ্। তার মায়ের নাম ছিল, হযরত উম্মে উনাস বিনতে সা'দ, তিনি ছিলেন বনু উযরাহ্ গোত্রের সদস্য। তার পিতা সা'লাবাহ্ বিন যায়েদকে আল্ জিয'ঊ বলা হতো। তার বীরত্ব, সুদৃঢ় সংকল্প ও মনোবলের কারণে এই নাম রাখা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত সাবেতকেও আল্ জিয'ঊ বলা হয়। হযরত সাবেত বিন সা'লাবাহ্ (রা.)'র সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছে আব্দুল্লাহ্ এবং হারেস। তাদের সবার মা ছিলেন উমামাহ্ বিনতে উসমান। হযরত সাবেত সত্তর জন সাহাবীর সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়ার সন্ধি, খায়বার, মক্কা বিজয় আর তায়েফের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তায়েফের যুদ্ধের দিনই তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮-৪২৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত সিমাক বিন সা'দ (রা.)। তার পিতা ছিলেন হযরত সা'দ বিন সা'লাবাহ্। তিনি হযরত নু'মান বিন বশীর-এর পিতা হযরত বশীর বিন সা'দ-এর ভাই ছিলেন। নিজের ভাই হযরত বশীরের সাথে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। **{উসদুল গাবাহ্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৫২, সিমাক বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব (রা.)। হযরত জাবেরকে সেই ছয়জন আনসারের মাঝে গণনা করা হয় যারা সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত জাবের (রা.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩১, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বে কয়েকজন আনসারের সাথে মক্কায় মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হয়, যারা সংখ্যায় ছিল ছয় জন। সেই ছয় জন হলেন, আসআদ বিন যুরারাহ্, অওফ বিন হারেস, রাফে' বিন মালেক বিন আজলান, কুতবাহ্ বিন আমের বিন হাদীদাহ্ এবং উকবাহ্ বিন আমের বিন নাবী এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব। তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। মদীনায় ফিরে আসার পর তারা মদীনাবাসীদের কাছে মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করেন। **(উসদুল গাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৯২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

উকবাহ্ বিন আমের নাবী (রা.)'র স্মৃতিচারণে এর বিশদ বিবরণ পূর্বে হয়ে গেছে। এখানেও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন বিদায় লগ্নে তারা বলে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। আমাদের নিজেদের মাঝে বহু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদেরকে ইসলামের তবলীগ করব। আল্লাহ্ তা'লা হয়ত আপনার শিক্ষা এবং আমাদের তবলীগের মাধ্যমে আমাদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব তখন আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকব। অতএব তারা ফিরে যান এবং তাদের কারণে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। এ বছরটি মহানবী (সা.) মক্কায় মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বাহ্যিক অবস্থা ও পরিস্থিতির নিরিখে এমনভাবে অতিবাহিত করেছেন যাতে ভয়ও ছিল আর আশাও ছিল। অর্থাৎ, দেখা যাক, এই ছয়জন সত্যায়নকারী, যারা বয়আত করেছেন; তাদের কী পরিণাম হয়। মদীনায় কোন সাফল্য আসবে কি, কোন আশার কিরণ দেখা দিবে

কিনা? কেননা অন্যান্য স্থানে মহানবী (সা.)-কে শুধু অস্বীকারই করা হয় নি বরং বিরোধিতাও চরম পর্যায়ে উপনীত ছিল। মক্কা এবং তায়েফের নেতারা মহানবী (সা.)-এর প্রচারকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর তাদের প্রভাবাধীন হয়ে অন্যান্য গোত্রও একে একে তাঁকে (সা.) প্রত্যাখ্যান করছিল। তাই তাদের বয়আতের কারণে মদীনায় একটি আশার আলো দেখা দেয়। কিন্তু তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কে জানতো, এই ছয়জন অনুসারী, যাদের মাধ্যমে একটি আশার কিরণ জেগেছে, তাদের বিরুদ্ধেও শত্রু দণ্ডায়মান হলে তারা সমস্যা ও বিপদাপদের মোকাবিলা করতে পারবে কী?

যাহোক, তারা ফিরে গিয়ে তবলীগ (আরম্ভ) করেন। কিন্তু এ সময় মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে শত্রুতা এবং বিরোধিতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর তারা এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার এটিই মোক্ষম সময়, কেননা মক্কা থেকে যদি তা বাইরে যেতে আরম্ভ করে আর বিস্তার লাভ করতে থাকে তাহলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই মক্কাবাসীরা বিরোধিতায় চরমে পৌঁছিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবী, যারা বয়আত করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, -তারা এক সুদৃঢ় পর্বতের ন্যায় নিজেদের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। কোন কিছুই তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা ও ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না, তৌহীদ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। যাহোক, ইসলামের জন্য এটি খুবই স্পর্শকাতর এক সময় ছিল। আশাও ছিল আর ভীতিও ছিল যে, এরা মদীনায় গিয়েছে, দেখা যাক কী ফলাফল প্রকাশ পায়।

পরের বছর পুনরায় মদীনা থেকে একটি প্রতিনিধি দল হজ্জের জন্য আসলে মহানবী (সা.) গভীর আশায় বুক বেঁধে বাড়ি থেকে বের হন আর মিনা'র পাশে আকাবায় পৌঁছে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করলে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি মদীনার ছোট্ট একটি দলের ওপর নিবদ্ধ হয় যারা তাঁকে (সা.) দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে আর পরম ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসে তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হয়। তাদের মাঝে পাঁচজন ছিলেন তারা-ই যারা পূর্বে বয়আত করেছিলেন আর সাতজন ছিলেন নতুন। তারা অওস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) সে সময় মানুষের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তাদেরকে নিরালায় একটি উপত্যকা বা ঘাঁটিতে নিয়ে যান আর সেখান থেকে আগত এই বারো সদস্যের প্রতিনিধি দলটি মহানবী (সা.)-কে মদীনার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তারা সবাই যথারীতি মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। আর এই বয়আতই মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তিপ্রস্তর ছিল।

মহানবী (সা.) যেসব শর্তে তাদের কাছ থেকে বয়আত নিয়েছিলেন তা হল, খোদাকে আমরা এক অদ্বিতীয় বিশ্বাস করবো, শিরক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, হত্যা করা থেকে বিরত থাকব, কারো ওপর অপবাদ আরোপ করবো না আর সকল পুণ্যকর্মে আপনার আনুগত্য করবো। বয়আতের পর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, দেখ! তোমরা যদি নিষ্ঠা, অবিচলতা আর সততা ও দৃঢ়তার সাথে এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা জান্নাত লাভ করবে আর যদি দুর্বলতা দেখালে আল্লাহ্ তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করবেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম,এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ২২২-২২৪}**

যাহোক, তারা তাদের বয়আতের অঙ্গীকার সত্য প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছেন। তাঁরা কেবল প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হন নি বরং উন্নত মানে উপনীত করেছেন। এরপর মদীনায় কীভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে তা আমরা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আয়নায় দেখতে পাই।

হযরত মুনযের বিন আমর বিন খুনায়েস (রা.) হলেন আরেকজন সাহাবী যার এখন স্মৃতিচারণ হবে। তার উপাধী ছিল মু'নেক লেইয়ামূত বা মু'নেকু লিলমাওত অর্থাৎ, এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী। তার নাম ছিল মুনযের আর (তার) পিতার নাম ছিল আমর। তিনি আনসারের খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদাহ্ বংশের সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) মুনযের বিন আমর এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে তাদের গোত্র বনু সায়েদাহ্'র নকীব বা নেতা নিযুক্ত করেছিলেন, অর্থাৎ সর্দার বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। অজ্ঞতার যুগেও হযরত মুনযের (রা.) পড়ালেখা জানতেন। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত মুনযের এবং হযরত তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

হযরত মুনযের বিন আমর (রা.) সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেছেন, "(তিনি) খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদাহ্ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একজন সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বি'রে মঊনায় শাহাদত বরণ করেন।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম,এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ২৩২}**

বি'রে মঊনার (ঘটনার) বিস্তারিত বিবরণ পূর্বের সাহাবীদের স্মৃতিচারণে এসে গেছে। হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)'র বরাতেও সংক্ষেপে এখানে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক থেকে কিছুটা বর্ণনা করছি।

সুলায়েম এবং গাতফান গোত্র মধ্য আরবের নজদ মালভূমিতে বসবাস করতো আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সাথে তারা ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিল। মক্কার কুরাইশদের সাথে তাদের পারস্পরিক আঁতাত ছিল যে, কীভাবে ইসলামকে নির্মূল করা যায়। আর এসব দুষ্কৃতিপরায়ন গোত্রের দুষ্কৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর পুরো নজদ মালভূমি ইসলামের শত্রুতার বিষবাষ্পে আক্রান্ত হচ্ছিল এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। সেই দিনগুলোতে মধ্য আরবের বনু আমের গোত্রের আবু বারা' আমেরী নামের একজন নেতা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের মানসে উপস্থিত হয়, পূর্বেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) অত্যন্ত নম্র ভাষায় তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। বাহ্যত সেও খুবই আগ্রহের সাথে তবলীগ শুনে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নি। এরপর যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে, আপনি আমার সাথে কয়েকজন সাহাবীকে নজদ অভিমুখে প্রেরণ করুন যারা সেখানে গিয়ে নজদবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে। একইসাথে সে আরো বলে, আমি আশা করি নজদবাসীরা আপনার বাণী প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, নজদবাসীদের ওপর আমার আস্থা নেই। আবু বারা' বলে, আপনি আদৌ কোন চিন্তা করবেন না। যারা আমার সাথে যাবে আমি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আবু বারা' যেহেতু একটি গোত্রের নেতা এবং প্রভাবশালী মানুষ ছিল তাই তার আশ্বস্ত করাতে তিনি (সা.) বিশ্বাস করেন এবং সাহাবীদের একটি দল নজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন।

হযরত মিয়াঁ বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, এটি ইতিহাসের বক্তব্য কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রে'ল এবং যাকওয়ান ইত্যাদি গোত্র যেগুলো প্রসিদ্ধ বনু সুলায়েম গোত্রের শাখা ছিল; তাদের কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় আর মুসলমান হওয়ার ভান করে অনুরোধ করে যে, আমাদের জাতির যারা ইসলামের শত্রু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। এটি স্পষ্ট ছিল না যে, তারা সামরিক সাহায্য চাচ্ছিল নাকি

তবলীগের উদ্দেশ্যে সাহায্য চাচ্ছিল। যাহোক, তারা কয়েকজনকে পাঠানোর অনুরোধ তখন মহানবী (সা.) এই বাহিনী প্রেরণ করেন যাদের কথা আলোচিত হচ্ছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, দুর্ভাগ্যবশত বি'রে মঊনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে বুখারীর হাদীসেও কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে। দু'টি ঘটনার কিছু বর্ণনা পারস্পরিকভাবে মিলে গেছে। তাই বুখারীর হাদীস এবং ইতিহাসের ঘটনা থেকে সঠিকভাবে বুঝা যায় না যে, প্রকৃত বিষয়টি কী? যে কারণে আসল কথা পুরোপুরি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যাহোক, তিনি এর একটি সমাধানও খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেন, এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন রে'ল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর সকাশে এসেছিলেন আর তারা কয়েকজন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠানোর আবেদনও করেছিল। তিনি (রা.) লিখেন, দু'টি বর্ণনা যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় আর সেগুলোকে পরস্পরের মাঝে যদি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হয় বা এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কী অথবা কীভাবে এসব রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য হতে পারে তাহলে তিনি (রা.) বলেন, এই রেওয়ায়েত দু'টির মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, রে'ল এবং যাকওয়ান গোত্রের লোকদের সাথে আমের গোত্রের নেতা আবু বারা' আমেরীও হয়ত এসে থাকবে। সে তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে থাকবে। কাজেই, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.)-এর এ কথা বলা যে, আমি নজদবাসী সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারছি না আর এরপর তার এই উত্তর দেয়া যে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি, আপনার সাহাবীদের কোন ক্ষতি হবে না। এটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আবু বারা'র সাথে রে'ল এবং যাকওয়ানের লোকেরাও এসেছিল, যাদের কারণে মহানবী (সা.) চিন্তিত ছিলেন।

যাহোক, মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মুনযের বিন আমর আনসারী (রা.)'র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। এদের বেশিরভাগই আনসার ছিল আর তারা সংখ্যায় ছিল ৭০ জন। তাদের প্রায় সবাই কুরআনের ক্বারী এবং কুরআন চর্চাকারী ছিলেন। যখন তারা সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটি কূপের কারণে বি'রে মঊনা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তখন তাদের একজন হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র মামা হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) ইসলামের বাণী নিয়ে আমের গোত্রের নেতা এবং আবু বারা' আমেরী– (পূর্বেই যার উল্লেখ হয়েছে) তার ভাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান আর বাকি সাহাবীরা পেছনে অবস্থান করেন। হারাম বিন মিলহান (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছেন তখন তারা প্রথম দিকে কপটতাপূর্ণ আতিথেয়তা করে। কিন্তু এরপর যখন তিনি আশ্বস্ত হয়ে উপবেসন করেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন (যেভাবে পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে,) কতক দুষ্কৃতকারী কোন এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে আর সে পেছন থেকে বর্শার আঘাতে তাকে সেখানেই শহীদ করে। তখন হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র মুখে এই বাক্য ছিল যে, **'আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** অর্থাৎ, আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। আমর বিন তোফায়েল শুধু মহানবী (সা.)-এর দূতকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং এরপর সে স্বীয় গোত্র বনু আমের এর লোকদের প্ররোচিত করে মুসলমানদের অবশিষ্ট দলটির ওপর আক্রমন করার জন্য। কিন্তু যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এখানে বর্ধিত কথা যা হয় তা হল- আমরা আবু বারা'র নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তার বর্তমানে মুসলমানদের ওপর আক্রমন করব না, কেননা আবু বারা' মহানবী (সা.)-এর কাছে বলেছিল, আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি।

অতএব, এই গোত্রের লোকেরা বলে, সে যেহেতু নিরাপত্তা প্রদান করেছে তাই আমরা আক্রমন করব না।

আমের তখন সুলায়েমের বনু রে'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়াহ্ প্রমুখ গোত্রকে নিজের সাথে নেয় আর তারা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক ও অসহায় দলটির ওপর আক্রমন করে, বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রতিনিধি দল হিসেবে এসেছিল। মুসলমানরা যখন এই বন্য রক্তপিপাসুদের নিজেদের দিকে আসতে দেখে তখন তাদেরকে বলল, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। আমরা মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে একটি দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের আদৌ কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু তারা কোন কথার প্রতি কর্ণপাত না করে সবাইকে শহীদ করে। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৫১৭-৫১৯}**

ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, জিবরাঈল (আ.) যখন বি'রে মঊনার শহীদদের সম্পর্কে সংবাদ দেন তখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে অর্থাৎ, মুনযের বিন আমর (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, **'আ'নাকা লিইয়ামুত'**। অর্থাৎ হযরত মুনযের বিন আমর এটি জানা সত্ত্বেও যে, এখন শাহাদতই (মৃত্যুই) অদৃষ্ট, নিজের সঙ্গীদের মতো সেই স্থানেই যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এ কারণে তিনি **'মু'নিক লিইয়ামুত'** বা **'মু'নিকু লিলমউত'** উপাধিতে সুপরিচিত ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)** তারা হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)-কে বলেছিল, তুমি যদি চাও আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দিব, কিন্তু হযরত মুনযের (রা.) তাদের নিরাপত্তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮-২৫৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)**

হযরত সাহ্ল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু উসায়েদের পরিবারে যখন তার পুত্র হযরত মুনযের বিন আবি উসায়দ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন তখন তাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) এই শিশুকে নিজের ঊরুতে বসান। হযরত আবু উসায়েদ (রা.)ও তখন বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে মহানবী (সা.) কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবু উসায়েদ (রা.) ইঙ্গিত করলে মানুষ মুনযেরকে তাঁর (সা.) রানের ওপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর (সা.) কাজ যখন শেষ হয় তিনি জিজ্ঞেস করেন, শিশুটি কোথায় গেল? হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কী রেখেছ? আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, অমুক নাম রেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, না, তার নাম হবে মুনযের। তিনি (সা.) সেদিন এই শিশুর নাম রাখেন মুনযের। ইনি সেই মুনযের নন যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর এই বাচ্চার নাম মুনযের রাখার কারণ ভাষ্যকারেরা এটি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবু উসায়েদ (রা.)'র চাচার নাম মুনযের বিন আমর ছিল, সেই সাহাবী যিনি বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছেন। আবু উসায়েদ (রা.)'র চাচা যিনি বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন তার নাম ছিল মুনযের বিন আমর। অতএব এই নাম রাখা হয়েছে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায়। অর্থাৎ এই শিশু যেন তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু তাহবীলিল ইসম ইলা ইসমে আহসানে মিনহু, হাদীস নং: ৬১৯১), (ফাতহুল বারী শরাহ্ সহীহ্ বুখারী কিতাবুল মাগাযী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫২, ১৯৮৬ সনে কায়রো হতে মুদ্রিত)** এর কারণ এটিও হতে পারে যে, মহানবী (সা.) তার প্রিয়জনদের নামকে অম্লান রাখার জন্য তাদের নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের নামে নামকরণ করতেন।

হযরত মা'বাদ বিন আব্বাদ (রা.) ছিলেন আরেকজন সাহাবী, যার ডাকনাম ছিল আবু হুমায়যাহ্। তার পিতা ছিলেন আব্বাদ বিন কুশায়ের। হযরত মা'বাদ বিন আব্বাদ (রা.)'র নাম মা'বাদ বিন উবাদাহ্ এবং মা'বাদ বিন উমারাহ্-ও বলা হয়েছে। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সালেম বিন গানাম বিন অওফ এর সদস্য ছিলেন। তার উপনাম ছিল আবু হুমায়যাহ্। কারো কারো মতে তার ডাকনাম আবু খুমায়সাহ্ এবং আবু উসায়মাহ্ও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১১-২১২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮, ৪১১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আদী বিন আবী যাগবা আনসারী (রা.)। তার পিতার নাম ছিল, সিনান বিন সুবায়'। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। হযরত আদী (রা.)'র পিতা আবী যাগবার নাম ছিল সিনান বিন সুবায়' বিন সা'লবাহ্। তিনি আনসারের জুহায়নাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

মহানবী (সা.) তাকে হযরত বাসবাস বিন আমর (রা.)'র সাথে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বদরের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ানের কাফেলা অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি খবর সংগ্রহের জন্য বের হন আর এক পর্যায়ে যেতে যেতে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছান। হযরত বাসবাস বিন আমর এবং হযরত আদী বিন আবী যাগবা (রা.) বদর নামক স্থানে একটি টিলার পাশে নিজেদের উষ্ট্রী বসান যা একটি ঝরনার নিকটে অবস্থিত ছিল। এরপর তারা নিজেদের মশক নিয়ে পানি সংগ্রহের জন্য ঘাটে আসেন। মাজদী বিন আমর জুহনী নামের এক ব্যক্তি ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা উভয় সাহাবী দু'জন মহিলার কাছে শুনেছেন যে, দু'জনের একজন অন্যজনকে বলছিল, কাল বা পরশু কাফেলা আসলে আমি শ্রমিকের কাজ করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব। এখানে দু'জন মহিলার মাঝে কথা হচ্ছে, কিন্তু এতে তথ্য ছিল। মাজদী বলেন, তুমি ঠিক বলছ। এরপর সে এই দুই মহিলার কাছ থেকে প্রস্থান করে। সেখান থেকে সরে যান। হযরত আদী এবং হযরত বাসবাস (রা.) এই আলোচনা শুনেন। তারা এসে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন। **(কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০ বাবু বদরিল ক্বিতাল, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে মুদ্রিত)** অর্থাৎ, আমরা এ কথা শুনেছি। অর্থাৎ দু'জন মহিলা নিজেদের মাঝে কথা বলছিল যে, একটি কাফেলা আসবে। এটি কাফিরদের কাফেলা সংক্রান্ত সংবাদ ছিল। এভাবে তারা খবরাখবর পৌঁছাতেন। বাহ্যত এটি কেবল দু'জন মহিলার পারস্পরিক আলাপচারিতা ছিল। কিন্তু তারা এর গুরুত্ব বুঝতেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছিল। কাফেলার আসার সংবাদ ছিল। হযরত আদী বিন আবী যাগবা (রা.) হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। **(ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৩৯২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত রবী' বিন ইয়াস (রা.)। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু লাওযান এর সদস্য ছিলেন। তিনি তার ভাই ওরাকাহ্ বিন ইয়াস এবং আমর বিন ইয়াস (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৬-৪১৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত), (কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭, বাবু তাসমিয়াহ্ মান শাহেদা বাদরান মিন কুরাইশ ওয়াল্ আনসার, , বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে মুদ্রিত)**

আরেকজন সাহাবীর নাম হল, হযরত উমায়ের বিন আমের আনসারী (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু দাঊদ আর তার পিতা অর্থাৎ হযরত উমায়ের (রা.)'র পিতার নাম ছিল, আমের বিন মালেক। তার মায়ের নাম ছিল, নায়েলাহ্ বিনতে আবী আসেম। হযরত উমায়ের (রা.) আনসারের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আবু দাঊদ ডাকনামেই সুপরিচিত। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত), (ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত)**

হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন, হযরত আবু দাঊদ মা'যনী অর্থাৎ হযরত উমায়ের এবং সুলায়েত বিন আমর উভয়ই আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে তারা জানতে পারেন, মানুষ ইতিমধ্যেই বয়আত করে নিয়েছে। তখন তারা পরবর্তীতে হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্'র মাধ্যমে বয়আত করেন, যিনি আকাবার রাতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম ছিলেন। **(ইসাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯, আবু দাঊদ আল্ আনসারী আল্ মা'যনী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত)** তাকেও একজন সর্দার বা নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। এক বর্ণনা অনুসারে বদরের যুদ্ধে আবুল বাখতারী'র হন্তারক ছিলেন হযরত উমায়ের বিন আমের (রা.)। **(উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

হযরত সা'দ বিন খওলী (রা.) হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত সা'দ বিন খওলী বনু কালব গোত্রের সদস্য ছিলেন। কিন্তু আবু মা'শার এর মতে তার সম্পর্ক বনু মাযহাজ এর সাথে ছিল। কারো কারো মতে তিনি পারস্য বংশীয় ছিলেন। হযরত সা'দ বিন খওলী (রা.) ক্রীতদাস হিসেবে হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র কাছে আসেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.) তার প্রতি পরম স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতেন। তিনি হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'হ্ (রা.)'র সাথে বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.)'র পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দের জন্য আনসারদের সাথে ভাতা নির্ধারণ করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত), {সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছদ, পৃঃ ৩১৮, হযরত সা'দ বিন খওলী (রা.), করাচির দারুল এশায়াত থেকে ২০০৪ সালে মুদ্রিত}**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত আবু সিনান বিন মিহসান (রা.)। তার পিতার নাম ছিল, মিহসান বিন হুরসান। তার ডাকনাম ছিল আবু সিনান। তার নাম ছিল ওহাব বিন আব্দুল্লাহ্ তবে আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবও বর্ণিত আছে। আর ডাকনাম ছিল আবু সিনান। কিন্তু ইতিহাস অনুসারে তার সবচেয়ে সঠিক নাম ছিল, ওয়াহাব বিন মিহসান (রা.)। হযরত আবু সিনান বিন মিহসান হযরত উকাশাহ্ বিন মিহসানের ভাই ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)** তিনি হযরত উকাশাহ্ বিন মিহসান (রা.)'র চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত হল, তিনি হযরত উকাশাহ্ (রা.)'র চেয়ে প্রায় দুই বছরের বড় ছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, কেউ বলেছে দশ বছর আবার কেউ কেউ বলেছে বিশ বছর। **(উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত), (আল্ রওযুল আনফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)** তার পুত্রের নাম ছিল সিনান বিন আবু সিনান। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে বয়আতে রিযওয়ানের সময় সর্বপ্রথম বয়আতকারী হযরত আবু সিনান বিন মিহসান আসাদীই ছিলেন, কিন্তু এটি সঠিক নয় কেননা,

হযরত আবু সিনান বনু কুরায়যাহ্‌র দুর্গ অবরোধের সময় ৫ম হিজরীতে ৪০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। আর বয়আতে রিযওয়ানের সময় বয়আতকারী ছিলেন তার পুত্র হযরত সিনান বিন আবু সিনান (রা.)। হযরত আবু সিনান বিন মিহসান (রা.)'র মৃত্যু তখন হয় যখন মহানবী (সা.) বনু কুরায়যাহ্‌র দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বনু কুরায়যাহ্‌র কবরস্থানে সমাহিত করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত কায়েস বিন আসসাকান আনসারী (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু যায়েদ। হযরত কায়েসের পিতার নাম ছিল, সাকান বিন যা'উরা। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু আদী বিন নাজ্জার এর সদস্য ছিলেন। তিনি আবু যায়েদ ডাকনামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেসব সাহাবীর মাঝে গণ্য হন যারা মহানবী (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংকলন করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত), (উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত), (ইসাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত)**

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আনসারদের মধ্য থেকে চারজন সাহাবী পবিত্র কুরআন সংকলন করেন। এই চারজন সাহাবী হলেন– যায়েদ বিন সাবেত, মুয়ায বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব এবং আবু যায়েদ অর্থাৎ কায়েস বিন সাকান (রা.)। হযরত আবু যায়েদ (রা.) সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি আমার চাচা ছিলেন। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু মানাকিবি যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হাদীস নংঃ ৩৮১০}**

অষ্টম হিজরীতে মহানবী (সা.) হযরত আবু যায়েদ আনসারী এবং হযরত আমর বিন আ'স্ আস্‌সাহমী (রা.)-কে একটি পত্রসহ জুলান্দীর দুই ছেলে উবায়েদ ও জায়ফরের কাছে পাঠান যাতে তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর উভয়কে বলেন, তারা যদি (ইসলামের) সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তাহলে আমর তাদের আমীর হবেন আর আবু যায়েদ হবেন তাদের নামাযের ইমাম। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হয়ত তার ধর্মীয় অবস্থা অধিক উন্নত ছিল বা কুরআনের জ্ঞান বেশি ছিল। তিনি বলেন, সে ইমামুস সালাত হবে, তাদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে আর তাদেরকে কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষা দেবে। তারা উভয়ে আম্মান যান আর সমুদ্রতীরবর্তী সিহার নামক স্থানে উবায়েদ এবং জায়ফর-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের হাতে মহানবী (সা.)-এর পত্র তুলে দেন। তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তারা স্থানীয় আরবদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। দেখুন! তবলীগের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করছে, সেখানে কোন যুদ্ধ, হত্যা বা আক্রমন এবং তরবারি চালানো হয় নি। যাহোক, সেসব আরবও ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমর এবং আবু যায়েদ (রা.) আম্মানেই অবস্থান করেন। কারো কারো মতে, আবু যায়েদ (রা.) এর পূর্বেই মদীনায় চলে এসেছিলেন। **(ফাতুহুল বিলদান, পৃঃ ৫৩, 'আম্মান' বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০০ সালে মুদ্রিত)** হযরত কায়েসের শাহাদতের ঘটনা 'জিসর' দিবসে হয়। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০০ সালে মুদ্রিত)** হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে ফোরাত নদীর ওপর যে পুল নির্মাণ করা হয়েছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধকে **'ইয়াওমে জিসর'** বা জিসরের দিন বলা হয়। **(মু'জিমুল বিলদান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬২-১৬৩, 'জিসর' বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে মুদ্রিত)**

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ করা হচ্ছে, তিনি হলেন হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আমর (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবুল ইয়াসার। আবুল ইয়াসার (রা.) বনু সালামাহ্ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতা ছিলেন আমর বিন আব্বাদ আর মায়ের নাম ছিল নাসীবাহ্ বিনতে আযহার। তিনিও বনু সালামাহ্ গোত্রের সাথেই সম্পর্ক রাখতেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন এবং বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি হযরত আব্বাসকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনিই সেই সাহাবী যিনি বদরের যুদ্ধে আবু আযীয বিন উমায়েরের হাত থেকে মুশরিকদের পতাকা কেড়ে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আলী (রা.)'র সাথে সিফফীনের যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২৬-৩২৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)** এক বর্ণনানুসারে বদরের যুদ্ধে হযরত আব্বাসকে যিনি বন্দী করেছিলেন তিনি হলেন, হযরত উবায়েদ বিন অওস (রা.)। **(উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৮-৫২৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

যাহোক, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের দিন যে ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রা.)-কে গ্রেপ্তার করেছিলেন তার নাম হল, আবুল ইয়াসার। আবুল ইয়াসার তখন শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি বিশ বছরের যুবক ছিলেন। অথচ হযরত আব্বাস ছিলেন স্থূলকায় ব্যক্তি। মহানবী (সা.) হযরত আবুল ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি হযরত আব্বাসকে কীভাবে বন্দি করলে বা কীভাবে গ্রেপ্তার করলে? তুমি অত্যন্ত শীর্ণকায় আর তিনি হলেন দীর্ঘকায় এবং বিশালদেহী। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একজন আমাকে সাহায্য করেছিল যাকে আমি পূর্বে কখনো দেখি নি আর পরেও কখনো তাকে চোখে পড়ে নি। আর তার অবয়ব ছিল এরকম এরকম অর্থাৎ তার চেহারার বিবরণ দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, **'লাকাদ আআ'নাকা আলাইহে মালাকুন করীম'**। অর্থাৎ নিশ্চয় এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা তোমাকে সাহায্য করেছে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, শত্রুকে যে হত্যা করবে তার জন্য অমুক অমুক জিনিস থাকবে। অতএব মুসলমানরা ৭০ জন মুশরীককে হত্যা করে আর ৭০ জন মুশরীককে বন্দিও করে। হযরত আবুল ইয়াসার দু'জন বন্দিকে নিয়ে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে কেউ কাউকে হত্যা করবে, তার জন্য অমুক অমুক জিনিস থাকবে আর যে কাউকে বন্দি করবে, তার জন্য অমুক জিনিস থাকবে। আমি দু'জন বন্দি নিয়ে এসেছি। **(আল্ মুসান্নেফ লেআব্দির রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯, কিতাবুল জিহাদ, বাব যিকরিল খুমস... হাদীস নংঃ ৯৪৮৩, আল মাকতুবে ইসলামী ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত)** এক বর্ণনানুসারে বদরের যুদ্ধে হযরত আবুল ইয়াসারই আবুল বাখতারীর হত্যাকারী ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে মুদ্রিত)**

হযরত সালামাহ্ বিনতে মা'কাল বর্ণনা করেন, আমি হুবাব বিন আমর এর দাসী ছিলাম। তার ঔরসে আমার এক ছেলেও হয়েছিল। তার ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী আমাকে বলেন, হুবাবের ঋণের বিনিময়ে এখন তোমাকে বিক্রি করে দেয়া হবে। যেহেতু তিনি দাসী ছিলেন সেজন্য বলে যে, তোমাকে বিক্রি করে দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। পুরো বিষয় তাকে খুলে বলি। মহানবী (সা.) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, হুবাব বিন আমর (রা.)'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির দায়দায়িত্ব কার ওপর? তখন জানানো হয়, এগুলো তার ভাই আবুল ইয়াসার এর জিম্মায় রয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে বলেন, এই দাসীকে বিক্রি করো না, বরং তাকে মুক্ত করে দাও। আর আমার কাছে কোন

দাস আসার সংবাদ পেলে তুমি আমার কাছে চলে এসো, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে অন্য কোন দাস দান করব। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২৬, হাদীস নংঃ ২৭৫৬৯, মুসনাদ সালামাহ্ বিনতে মা'কাল, বৈরুতের আ'লেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে মুদ্রিত)** অতএব, এমনটিই করা হয়েছে। মহানবী (সা.) একে মুক্ত করে দেন আর তাকে একজন ক্রীতদাস প্রদান করেন।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, উবাদাহ্ বিন ওয়ালীদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর সাহাবী আবুল ইয়াসার (রা.)'র সাথে আমাদের দেখা হয়। তখন তার সাথে তার এক ক্রীতদাসও ছিল। আমরা দেখি তার গায়ে একটি ডোরাকাটা ও একটি ইয়ামেনী চাদর ছিল। একইভাবে তার দাসের গায়েও একটি ডোরাকাটা ও একটি ইয়ামেনী চাদর ছিল। আমি তাকে বলি, চাচা আপনি কেন আপনার দাসের ডোরাকাটা চাদর নিজে নিয়ে নিজের চাদর তাকে দিয়ে দিলেন না বা তার ইয়ামেনী চাদর নিজে নিয়ে নিজের ডোরাকাটা চাদর তাকে দিয়ে দিলেন না? এভাবে উভয়ের গায়ে একই রঙের জোড়া (কাপড়) হতো। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) আমার মাথায় হাত বুলান এবং দোয়া করেন আর আমাকে বলেন, ভাতিজা! আমার এই দু নয়ন দেখেছে আর আমার এই দু'কান শুনেছে এবং আমার হৃদয় একে নিজের মাঝে স্থান দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, নিজেদের দাসদের সেই খাবারই খাওয়াও যা তোমরা নিজেরা খাও, আর সেই পোশাকই পরিধান করাও যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। অতএব, কিয়ামত দিবসে আমার পুণ্যে কোন ঘাটতি আসার চেয়ে আমি ইহজাগতিক ধনসম্পদ হতে নিজের দাসকে সম পরিমাণ অংশ দেয়া বেশি পছন্দ করব। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ কর্তৃক প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৩৮৩}**

অতএব, এরা ছিলেন সেসব মানুষ, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন। যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশকে এতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবসময় উদ্বেলিত থাকতেন, বরং তাঁর সন্তুষ্টির ভিখারী ছিলেন।

হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, বনু হারাম গোত্রের অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুকের কাছে আমার সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল। আমি কিছু অর্থ তাকে দিয়েছিলাম, তার আমাকে ঋণ ফেরত দেয়ার কথা। আমার কাছে সে ঋণী ছিল। আমি তার বাড়িতে যাই। আমি সালাম দেই এবং জিজ্ঞেস করি, সে কোথায় বা বাড়িতে আছে কি? ঘর থেকে উত্তর আসে যে, না। তিনি বলেন, তখন তার পুত্র, যে যৌবনে পদার্পন করতে যাচ্ছিল, তখনো সাবালক হয়নি, সে আমার কাছে আসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার পিতা কোথায়? সে বলে, তিনি আপনার কণ্ঠ শুনে আমার মায়ের খাটের নীচে লুকিয়েছেন। অর্থাৎ, আপনার কণ্ঠ শুনে পালঙ্কের পেছনে লুকিয়েছেন। তখন আমি আবার ডাক দিয়ে বলি, বাহিরে আস, কেননা আমি জানি তুমি কোথায়। অর্থাৎ সেই বাড়ির কর্তা ঋণী ব্যক্তিকে বলেন, আমি জানি তুমি কোথায়, বাইরে আস। আবুল ইয়াসার (রা.) বলেন, অবশেষে সে বাহিরে আসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়েছিলে কেন? সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে বলছি আর (আমি) আপনাকে মিথ্যা বলবো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ভয় হচ্ছিল, আপনাকে বলার সময় মিথ্যা বলতে হবে আর আপনার সাথে ওয়াদা করে আবার ওয়াদা ভঙ্গ করব। আর আমি এসে আপনাকে বলবো, অমুক দিন অমুক সময় আপনার টাকা ফেরত দিব কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হব আর মিথ্যা বলব। এরপর বলেন, আপনি তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবী, খোদার কসম! আমি অভাবী। তিনি অর্থাৎ আবুল ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি বললাম, খোদার কসম? (অর্থাৎ তাকে প্রশ্ন করেন,) তুমি কি সত্যিই আল্লাহ্‌র

কসম খাচ্ছ? সে বলে যে, হ্যাঁ, খোদার কসম! আমি বললাম, খোদার কসম? আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করি, তুমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছ যে, তুমি অভাবী? সে বলে, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। আমি তৃতীয়বার বললাম, আল্লাহ্‌র কসম? সে বলে, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। আবুল ইয়াসার (রা.) তখন ঋণ ফেরত দেয়ার লিখিত চুক্তিপত্রটি নিয়ে আসেন আর স্বহস্তে সেটি মুছে ফেলেন। অর্থাৎ ঋণ ফেরত দেয়ার যে লিখিত চুক্তিপত্র ছিল তা মুছে ফেলেন এবং বলেন, যদি ফেরত দেয়ার সামর্থ্য হয় তাহলে ফেরত দিও নতুবা তুমি দায়মুক্ত। তিনি (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমার এই দু'নয়নের দৃষ্টিশক্তি (অর্থাৎ নিজের উভয় আঙুল তার দুই চোখের ওপর রাখেন,) আর আমার এই দুই কানের শ্রবণশক্তি, আর আমার হৃদয় এ কথা স্মরণ রেখেছে, এবং তিনি (নিজ) হৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এখন আমি মহানবী (সা.)-কে দেখছি। অর্থাৎ, যখন এই চুক্তিনামা মুছে ফেলেন আর তাকে দায়মুক্ত করেন তখন তিনি নিজের চোখ, কান এবং হৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি যেন মহানবী (সা.)-কে দেখছি আর তিনি বলছিলেন, যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে অবকাশ দেয় বা তার সকল আর্থিক বোঝা হালকা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রিকায়েক, বাব হাদীস জাবের আল্ তাভীল ওয়া কিসসাতুন আবুল ইয়াসের, হাদীস নং: ৭৫১২)** অতএব, আমি তোমার বোঝা হালকা করে দিয়েছি, কেননা আমি আল্লাহ্ তা'লার ছায়ার সন্ধানে আছি। এটি খোদাভীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা, জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি নয়।

হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আমর (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। একবার উবাদাহ্ বিন ওলীদের কাছে তিনি দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন আর বর্ণনার সময় চোখ এবং কানের ওপর হাত রেখে বলেন, এই চোখ এই ঘটনা দেখেছে আর এই কান মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রিকায়েক, বাব হাদীস জাবের আল্ তাভীল ওয়া কিসসাতুন আবুল ইয়াসের, হাদীস নং: ৭৫১২-৭৫১৩)**

হযরত আবুল ইয়াসার (রা.)'র এক পুত্রের নাম ছিল উমায়ের, যিনি উম্মে আমরের গর্ভজাত ছিলেন। হযরত উম্মে আমর হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র ফুফু ছিলেন। তার এক পুত্র ছিল ইয়াযীদ বিন আবী ইয়াসার যিনি লুবাবা বিনতে হারেসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এক পুত্রের নাম ছিল হাবীব যার মা ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ। এক মেয়ের নাম ছিল আয়েশা, যার মা ছিলেন উম্মে আর্‌রাইয়া'। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর। হযরত আমীর মুয়া'বয়ার যুগে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে মুদ্রিত)**

এরাই ছিলেন সেসব মহান ব্যক্তিত্ব যারা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার রীতিও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ভীতির পন্থাও শিখিয়েছেন, আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলীকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মান্য করে পূর্ণ আনুগত্য করার পন্থাও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ: ৫-৯)

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)